এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

গাংনীর কাথুলী ইউপির উদ্যোগে খাবার সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুয়ের মাঝে খাবার সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার ইউনিয়ন কার্যালয়ে সকল ওয়ার্ডের ৪৩৫ টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের যে সমস্যা হচ্ছে তাতে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনার সকলে সচেতন থাকবেন। সরকারি নিয়ম কানুন মেনে চলবেন। নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করুন।

গাংনীতে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান নিয়ে উপজেলা বাসির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ার নামে চলছে সাধারণ রোগীদের হয়রানি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির জেনারেটর, এমবুলেন্স সেবাও বন্ধ রয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা যায়।

সেবার মানের বিষয়ে এর আগে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সারাদেশের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে সেবা দিতে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে জানা যায়।

পরে ডাক্তারদের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্যোগে ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫টি পি পি ই সর্বরহ করা হয় যাতে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও ৫টি পি পি ই প্রদান করেন।

এর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক্তারের উপস্থিতিও থাকেনা বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির সয়শ্লিষ্ট একজন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদনান সাকিব গত বছর ডিসেম্বর মাসে যোগদানের পর থেকেই হাসাপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। জানা যায় তিনি গাংনী চৌগাছা এলাকায় নিজ বাসাতে রোগী দেখেন নিয়মিত অথচ সরকারি বেতন সুবিধা নিয়েও হাসাপাতালে আসেননা। তবে এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াযুল ইসলাম অস্বীকার করে বলেন তিনি প্রতিদিনই অফিসে আসেন।

এদিকে গত শনিবার গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড এর মালসাদহ এলাকার ইছারদ্দি নামের একটি রোগী অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে প্রথমে তাকে কোন চিকিৎসক না দেখে জরুরী বিভাগেই ফেলে রাখে দেওয়া হয়না কোন ব্যবস্থা পত্র। স্বজনরা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঐ মুহুর্তে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর কাছে এসে

তাকে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দিলে রোগীটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্বজনদের অভিযোগ তাকে সময় মতো সেবা দিলে বেঁচে যেতে পারতো। এনিয়ে স্বজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এর পরের দিনই গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে আড়াই বছরের একটি কন্যা শিশু হাসপাতালে আসলে কর্তব্যরতা ডাক্তার নুরুন্নাহার জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিতে অক্সিজেন নেই বলে জানালে স্বজনদের আহাজারি দেখে একজন সাংবাদিক স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে ফোন দিলে তিনি সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সিভিল সার্জনের নির্দেশে তখনই হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন ব্যবস্থা করা হয়। স্বজনদের অভিযোগ এখানে গরীবদের কোন সেবা নাই কারণ ঐ সময় সাংবাদিক যদি যোগাযোগ না করতো তাহলে অক্সিজেন পাওয়া যেতনা।

শুধু তাই নয় অক্সিজেন মিললেও ডাক্তার শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত রেফার্ড করে দেন। কিন্তু এখানেও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ব্যার্থতার পরিচয় দেয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে দুটোই বিকল হয়ে আছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। যে কারণে আহত শিশুটিকে সময় মতো রেফার্ড করা যায়নি। পরে শিশুটির স্বজনরা মাইক্রো গাড়ির ব্যবস্থা করলেও ততক্ষণে শিশুটি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে যায়। সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে বর্তমানে সেবার নামে চলছে রিতিমত তামাশা। স্থানীয়দের নানান অভিযোগ থাকলেও এ নিয়ে কারর কোন মাথা ব্যাথা নেই বলে জানা যায়।

এদিকে অব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাওয়ার চেষ্টা করলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ রিয়াযুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্ট করা হলে তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসায় আছেন বলে জানা যায়। পরে তার সাথে প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আসলে সেই সময় অক্সিজেন ছিলনা পরে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি জেনারেটরের বিষয়ে বলেন জেনারেটরটি হঠাৎ করে বিকল হয়ে গেলে পরের দিনই মেরামতের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ্যম্বুলেন্সের বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের তিনটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে যার একটি একেবারেই বিকল ব্যবহার অযোগ্য আরেকটিও কোন রকমে

স্বল্পদুরে যাওয়া যেতে পারে। আর যেটা ব্যবহার উপযোগি সেটার ফিতা কেটে যাওয়ার কারণে পড়ে ছিল। পরে অনেক খুঁজাখুঁজি করে মেকানিক ডেকে তা মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন আমি এই উপজেলা বাসিকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চাই।

খাদ্য সামগ্রী হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি মেহেরপুর পৌর মেয়র

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

সোমবার বিকালে পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ৭ নং ওয়ার্ডের প্রত্যেক বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়।

এসময় পৌর মেয়র বলেন, সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না।

সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আপনারা ঘরে অবস্থান করুন। খাবার আপনাদের ঘরে পৌছে যাবে।

খাদ্য বিতরণে উপস্থিত ছিলেন ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল ১ হাজার কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করেছেন। সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার কাথুলী,সাহারবাটি ,কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

এসময় কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, জেলা পরিষদের সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনা, মুনছুর আলীসহ জেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক দিন যাবত খাবার সামগ্রী বিতরণ কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ। আজ সোমবার ২০ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ২৬ জনের এসেছিল মোট মেহেরপুর জেলায় ৪৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৫ জনের জরিমানা

মেহেরপুরে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে শহরের রাস্তায় বিনা কারনে চলাচলের দায়ে ৫ জনের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো মাহমুদুল হাসান এর নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ৪ জনের ও থানা পাড়ায় ১ জনের জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে মউক এর উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে।
সোমবার সকাল থেকে দিনব্যাপী মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার প্রধান সড়কে জীবণুনাশক স্প্রে করা হয়। সেই সাথে পথচারি সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের প্রবেশ পথ দরবেশপুর থেকে এই কাজ শুরু হয়। সেখানে উদ্বোধন করেন সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোনিনুল ইসলাম। পরে মুজবনগরে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি।

মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) এর কার্যালয় আমঝুপি থেকে এই কাজের শুভ

সূচনা করেন মউক এর নির্বাহী পরিচালক আশাদুজ্জামান সেলিম।
সার্বিক সহযোগীতা করেন মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ আলী, ফাহমিদা খাতুন, মানবাধীকার কর্মি সাদ আহম্মেদ, ভলেন্টিয়ার সানজিদা খাতুন, ওয়াজেদ আলী।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ৪র্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গোলাম রসুল

চতুর্থ দিনের মতো ত্রাণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

রবিবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার আমদহ, মহাজনপুর, আনন্দবাস, দারিয়াপুর, মোনাখালীর ৩শ ৮৫ টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন৷

এ পর্যন্ত প্রায় ১৬শ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেপ্র/এমএফআর

কর্মহীনদের পাশে মেহেরপুর পুলিশ সুপার

মেহেরপুরের কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

রবিবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে ৬০ জন কর্মহীন মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরের এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশতাধীক কর্মহীনদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে নিরাপদে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। সেই সাথে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ি দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম।